সংবাদ

তারিখ 26 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে

হাইকোর্টের রায় পাঁচ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি

■ নামকাওয়াস্তে কমিটি গঠন ■ দায়সারা তদন্ত
■ সাময়িক বরখাস্তেই শাস্তি সীমাবদ্ধ

সেবিকা দেবনাথ

যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের দেয়া রায় পাঁচ বছরেও বাস্তবায়ন হয়নি। হাইকোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়নে অনীহা দেখাচ্ছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়। যৌন হয়রানি রোধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নামমাত্র কমিটি গঠন করলেও সেগুলোর কার্যক্রমও খুব একটা চোখে পড়ে না। কমিটির কার্যকারিতা নিয়েও শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন আছে। এতে করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা যৌন হয়রানির শিকার হন তারা অভিযোগ করলেও প্রতিকার পান না। আর ঘটনার সত্যতা প্রমাণিত হলে সাময়িক বহিষ্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে শাস্তি। নজরদারির ব্যবস্থাও খুব নাজুক। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম জাহাঙ্গীরনগর এবং সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। এ দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ওই কমিটি বেশ সক্রিয়।

যা আছে হাইকোর্টের রায়ে : যৌন হয়রানি বন্ধে ২০০৮ সালে সুপ্রিম কোর্টে একটি রিট মামলা করে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি (বিএনডব্লিউএলএ)। ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যমসহ সকল প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে 'যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠনের আদেশ দেয়া হয়। ওই বছরই একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তা বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) নির্দেশ দেন আদালত। হাইকোর্টের ওই রায় অনুযায়ী যৌন হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত বাস্তবায়ন : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৪

বাস্তবায়ন : হয়নি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

পরিচালনা ও সুপারিশ করার জন্য প্রত্যেক সরকারি-বেসরকারি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটিতে সদস্য সংখ্যা থাকবে কমপক্ষে পাঁচ জন। পাঁচ সদস্যের ওই কমিটির বেশিরভাগ সদস্য হতে হবে নারী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বাইরে দু'জন সদস্য নিতে হবে। সম্ভব হলে নারীই কমিটির প্রধান হবেন। হাইকোর্টের ওই রায়ে আরও বলা হয়, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্যাতনের শিকার ও অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না। এ বিষয়ে সংসদে আইন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত এ রায়ই আইন হিসেবে কাজ করবে এবং সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্টের দেয়া দিকনির্দেশনামূলক রায়টি পালন করা বাধ্যতামূলক।

আইনের খসড়া

হাইকোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১০ সালে 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ আইন-২০১০ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। যা এখনও পর্যালোচনাই করা হচ্ছে। শীঘ্রই আইন প্রণয়ন করা হবে বলে জানিয়েছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আইনটি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আইনের খসড়াটি আইন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠিয়ে সবার সঙ্গে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হবে।

যা বলছে তথ্য উপাত্ত

জানা যায়, সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কী পরিমাণ যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে এর সঠিক কোন পরিসংখ্যান কারও কাছে নেই। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে (ইউজিসি) সূত্র বলছে, এখন পর্যন্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় পাঁচ শতাধিকের বেশি যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে। ইউজিসি'র তথ্য মতে, দেশের ৮০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৯টিতে কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে ৩৭টিতেই। সম্প্রতি চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন হয়রানি রোধে গঠিত কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা করেছে বিএনডব্লিউএলএ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ সদস্যের একটি উচ্চ পর্যায়ের যৌন নিপীড়নবিরোধী তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে অ্যাটর্নি জেনারেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য মাহবুবে আলমকে মনোনীত করা হয়। জানা যায়, ওই কমিটি কার্যকর কোন উদ্যোগ নিতে পারেনি। দেশের সর্বোচ্চ এই বিদ্যাপীঠে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কমিটি করা হয় ২০১৪ সালে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পয়লা বৈশাখে গঠিত যৌন নিপীড়নের ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদকে প্রধান করে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি গঠিত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন সংবাদকে বলেন, ২০১০ সালে হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী কমিটি গঠন করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। কমিটির কার্যক্রমও ছিল না। এখন কমিটি হয়েছে এবং কাজও হচ্ছে।

তিনি জানান, ২০১০ সালের পর থেকে যৌন হয়রানির ৮টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৫টি ঘটনা নিষ্পত্তি হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকই শুধু নন, কর্মকর্তা-কর্মচারীও রয়েছে।

অধ্যাপক নাসরীন আহমাদ সংবাদকে বলেন, দুই বছরেরও কম সময় ধরে আমি কমিটির দায়িত্বে আছি। দায়িত্বে থাকা অবস্থায় এ পর্যন্ত দুইটি অভিযোগ জমা পড়েছে। এবং দু'টি অভিযোগেরই নিষ্পত্তি হয়েছে। কিছু অভিযোগ রয়েছে তবে সেগুলো যৌন হয়রানির ঘটনার অভিযোগ নয়।

শাস্তি হিসেবে সাময়িক বরখাস্ত কিংবা বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানোর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, তথ্য সংগ্রহ, তদন্তের পর প্রমাণাদি ট্রাইব্যুনালে নিয়েই অভিযুক্তের শাস্তি দেয়া হয়। দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণেই তাৎক্ষণিক অভিযুক্ত শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত কিংবা বাধ্যতামূলক ছুটিতে পাঠানো হয়। সর্বোচ্চ শাস্তি পাওয়ার মতো কোন অভিযুক্ত অপরাধ করলে তাকে অবশ্যই তা পেতে হবে বলেও জানান তিনি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

যৌন হয়রানি রোধে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিতে ১১টি অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে ১০টি ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে রিপোর্ট দিয়েছে কমিটি। নিষ্পত্তি হয়েছে ৯টি ঘটনার।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলাম বলেন, দেশের বেশিরভাগ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। কিন্তু তা প্রকাশ করা হয় না। একমাত্র আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের গণসচেতনতা এবং যৌন প্রতিরোধ সেল সক্রিয় থাকায় এত বেশি ঘটনা প্রকাশ পায়। হুমকি-ধমকি সত্ত্বেও অভিযুক্তদের পদচ্যুতি থেকে শুরু করে স্থায়ী চাকরিচ্যুতি পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হয়।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)

২০১০ সালে যৌন হয়রানি রোধে বিশ্ববিদ্যালয়ে কমিটি গঠন করা হলেও এখনও পর্যন্ত কোন অভিযোগ জমা পড়েনি।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযোগ কমিটিতে ৮টি যৌন নির্যাতনের অভিযোগপত্র জমা পড়েছে। এর মধ্যে ৭টি ঘটনার রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিয়েছে কমিটি। ৫টি ঘটনা নিষ্পত্তি হয়েছে।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

এ পর্যন্ত ১০টি অভিযোগপত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটির কাছে জমা পড়েছে। কমিটি ১০টি অভিযোগের ঘটনায় রিপোর্ট দিলেও নিষ্পত্তি হয়েছে মাত্র একটি ঘটনার।

জানা যায়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এমন অসংখ্য অভিযোগ পাওয়া গেলেও সেগুলোর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা-ই নেয়নি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

যা বলছেন সংশ্লিষ্টরা

সম্প্রতি এক অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি জানান, যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্টের রায়ের আলোকে প্রতিটি স্কুলে অভিযোগ কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে চিঠি পাঠাবে মন্ত্রণালয়।

অকার্যকর কমিটি প্রসঙ্গে বিএনডব্লিউএলএ'র সভাপতি এবং হাইকোর্ট রিটকারী আইনজীবী অ্যাডভোকেট ফৌজিয়া করিম বলেন, আমরা শুনেছি কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন হয়রানি রোধের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশই এখন পর্যন্ত করতে পারেনি। হাইকোর্টের রায়কে আইন হিসেবে গণ্য করার কথা। রায় ঘোষণার পরের দিন থেকেই তা কার্যকরও করার কথা। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই তা করা হয়নি।

বিএনডব্লিউএলএ'র নির্বাহী পরিচালক অ্যাডভোকেট সালমা আলী বলেন, সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্টের এ রায় সকল প্রতিষ্ঠান মানতে বাধ্য। কিন্তু কেউ মানছে কেউ মানছে না। আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আইন তৈরি হয় কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয় না।

তিনি বলেন, নির্যাতিত মেয়েটি যাতে অভিযোগ করতে পারে সেজন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি করে নারীবান্ধব কমিটি করতে হবে। তাছাড়া এমন একটি নীতিমালা যে রয়েছে দেশে তা কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না। নীতিমালায় অপরাধের শাস্তি কী আছে তাও জনগণকে জানাতে হবে।